আর-রাহমান | Ar-Rahman | ٱلرَّحْمَٰن

আয়াতঃ ৫৫ : ৭৮

আরবি মূল আয়াত:

تَبٰرَكَ اسمُ رَبِّكَ ذِى الجَلٰلِ وَ الاِكرَامِ ﴿٧٨﴾

অনুবাদসমূহ:

তোমার রবের নাম বরকতময়, যিনি মহামহিম ও মহানুভব। — আল-বায়ান

মাহাত্ম্য ও সম্মানের অধিকারী তোমার প্রতিপালকের নাম বড়ই কল্যাণময়। — তাইসিরুল

কত মহান তোমার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব! — মুজিবুর রহমান

Blessed is the name of your Lord, Owner of Majesty and Honor. — Sahih International

৭৮. কত বরকতময় আপনার রবের নাম যিনি মহিমাময় ও মহানুভব!(১)

(১) সূরা আর-রহমানে বেশির ভাগ আল্লাহ তা'আলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহার। সার-সংক্ষেপ হিসেবে বলা হয়েছেঃ আল্লাহর পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পুণ্যময়। তার নামের সাথেই এসব অবদান কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত আছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায়ের পরে বসা অবস্থায় বলতেন, اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ “হে আল্লাহ্, আপনি সালাম (শান্তি নিরাপত্তা প্রদানকারী), আপনার পক্ষ থেকেই সালাম (শান্তি ও নিরাপত্তা) আসে। আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় মহানুভব।” [মুসলিম: ৫৯১, ৫৯২] কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমরা ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম’ বলে বেশী বেশী করে সার্বক্ষনিক আল্লাহর কাছে চাও”। [তিরমিযী: ৩৫২২, মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৭৭]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৭৮) কত মহান তোমার মহিমময়, [1] মহানুভব প্রতিপালকের নাম!

[1] تَبَارَكَশব্দটি برکةথেকে উদ্ভূত। যার অর্থ, চিরত্ব ও স্থায়িত্ব। অর্থাৎ, তাঁর নাম চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। অথবা তাঁর নিকট সর্বদাই বরকত ও কল্যাণের ভান্ডার বিদ্যমান। কেউ কেউ তার অর্থ করেছেন, আল্লাহর মহিমা, গৌরব ও মর্যাদার উচ্চতা। আর যাঁর নাম এত বরকতময় তথা এত কল্যাণ ও উচ্চতার অধিকারী, তখন তাঁর সত্তা কতই না কল্যাণময় এবং কতই না বড়ত্ব ও উচ্চতার অধিকারী।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=4979

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন